খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।।

যথা — মেঘদূতাদি।

মহাকাব্য ও কাব্যের আলোচনার পরে এখন খণ্ডকাব্য বিষয়ে আলোচনা করছেন আচার্য বিশ্বনাথ। মহাকাব্যের লক্ষণে একদেশানুসারি কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। মহাকাব্যের লক্ষণ সমূহ এতে অংশতঃ বর্তমান থাকে এবং অংশতঃ বর্তমান থাকে না। খণ্ডকাব্যের উদাহরণ, যেমন— মেঘদূতাদি।

আলোচ্য কারিকাংশে আচার্য বিশ্বনাথ স্পষ্টকরে খণ্ডকাব্যের কোন লক্ষণ বলেননি। কারিকাংশে চ শব্দ দ্বারা মহাকাব্যকে বুঝিয়েছেন, অতএব মহাকাব্যের লক্ষণসমূহ আংশিকভাবে

অনুসৃত হয় যে কাব্যে তাকেই খণ্ডকাব্য বলেছেন বিশ্বনাথ। যেমন— মহাকাব্য সর্গবন্ধ হয়, মহাকাব্যে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ থাকে এগুলি খণ্ডকাব্যে থাকে না; আবার মহাকাব্যে যেমন নদ-নদী-নগরীর বর্ণনা থাকে, সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদির বর্ণনা থাকে এই প্রকার বর্ণনা খণ্ডকাব্যে থাকবে। মহাকাব্যের 'ভাষাবিভাষা নিয়ম' খণ্ডকাব্যবিষয়ে প্রযোজ্য হয় না। এইজন্য সাহিত্যদর্পণের বিখ্যাত টীকাকার রামচন্দ্রতর্কবাগীশ বললেন— 'একদেশানুসারি যৎ কিঞ্চিন্নক্ষণহীনম্।' মহাত্মা সিদ্ধান্তবাগীশের মতে— 'অত্রৈকদেশানুসারীত্যনেন মহাবাক্যভঅবেনৈক-বাক্যতাপন্নমিতি লভ্যতে।' খণ্ডকাব্যে নিবদ্ধ শ্লোকসমূহে পারস্পরিক একবাক্যতা বা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। কোষকাব্যের ন্যায় শ্লোকগুলি খণ্ডকাব্যে নিরপেক্ষ নয়।

আচার্য দণ্ডীর সম্ভবতঃ এই জাতীয় কাব্যকে ও মহাকাব্য বলতে কোন আপত্তি নেই। মহাকাব্যের লক্ষণ দিয়ে অবশেষে তিনি বলেছেন—

'ন্যূনমপ্যত্র যৈঃ কৈশ্চিদঙ্গৈঃ কাব্যং ন দুষ্যতি।
যদ্যুপাত্তেষু সম্পত্তিরারাধয়তি তদ্বিদঃ।।'

অর্থাৎ সর্গবন্ধাদি ২/১টি অঙ্গহানীতে মহাকাব্যত্বের কোন ক্ষতি হয় না। সম্ভবতঃ দণ্ডী মেঘদূতাদির কথা মনে রেখেই এই কথা বলেছেন। মেধদূতাদিকে দণ্ডীর মতে মহাকাব্য বলতে কোন আপত্তি নেই।

মহাকাব্যের জটিল আবর্তে, আলংকারি পারিপাট্য ও বর্ণনীয় বিষয়ের বাগাড়ম্বরে সমৃদ্ধ না হয়েও স্বল্পপরিসরে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের মন্ময়ভাবনার উচ্ছ্বাসে রচিত কাব্যই খণ্ডকাব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খণ্ডশব্দ খাঁড় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ গুড় বা মিষ্টিজাতীয় বস্তু। খণ্ডকাব্য মধুময়, অমৃতময় কাব্য যা পরমআস্বাদনীয়। আধুনিক আলংকারিকেরা খণ্ডকাব্যকে গীতিকাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। কবি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ, কল্পনার কমনীয়তায়, ছন্দের মূর্চ্ছনায় অভিব্যক্ত হলে গীতিকাব্যের আখ্যালাভ করে। কবিমনের ব্যক্তিত্বময় মোহনমাধুরী স্পর্শে গীতিকাব্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গীতিকাব্যের আবেদন তাই কাব্যের আবেদন অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত, মর্মস্পর্শী, আরো হৃদয়াগ্রহী।

অথ গদ্যকাব্যানি। তত্র গদ্যম্

বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যং মুক্তকং বৃত্তগন্ধি চ।। ৩৩০
ভবেদুৎকলিকাপ্রায়ং চূর্ণকং চ চতুর্বিধম্।।
আদ্যং সমাসরহিতং বৃত্তভাগযুতং পরম্।
অন্যদ্দীর্ঘসমাসাঢ্যং তূর্যং চাল্পসমাসকম্।।

মুক্তকং যথা— 'গুরুর্বচসি পৃথূরুরসি' ইত্যাদি।

বৃত্তকং যথা, মম 'সমরকণ্ডূয়ন-নিবিড়-যুজদণ্ড-কুণ্ডলীকৃত-কোদণ্ডশিঞ্জিনীটংকারোজ্জাগরিতবৈরিনগর' ইত্যাদি। অত্র 'কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ডদণ্ড' — ইত্যনুষ্টুব্‌বৃত্তস্য পাদঃ। 'সমরকণ্ডূয়নে' ইতি প্রথমাক্ষরদ্বয়রহিতস্তস্যৈব পাদঃ। উৎকলিকাপ্রায়ং যথা— মমৈব।

অণিসবিসুমরণিসিদসরবিসর-বিদলিদসমরপরিগদপবরপবল— (অনিশবিসুমর-নিশিত-শর-বিসর-বিদলিত-সমর-পরিগতপ্রবর-পরবল ইতি - সংস্কৃতম্) ইত্যাদি।

চূর্ণকং যথা মম — গুণরত্নসাগর! জগদেকনাগর! কামিনীমদন! জনরঞ্জন! ইত্যাদি।

এখন গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। ছন্দহীন কাব্যকে গদ্যকাব্য বলা হয়। গদ্যকার চারপ্রকার— মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকাপ্রায় ও চূর্ণক। সমাসবিহীন গদ্যকাব্যকে মুক্তক বলে, অল্প ছন্দঃ যুক্ত গদ্যকাব্যের নাম বৃত্তগন্ধী, দীর্ঘসমাসযুক্ত গদ্যকাব্যকে বলে

উৎকলিকাপ্রায় এবং স্বল্পসমাসযুক্ত গদ্যকাব্যের নাম চূর্ণক। চূর্ণ শব্দের অর্থ ভাঙা। এখানে গদ্যের সামান্য অংশে সমাসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মুক্তক ও চূর্ণক পদে এখানে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়েছে।

মুক্তকের উদাহরণ, যথা— 'গুরুর্বচসি ইত্যাদি গদ্যাংশ। বৃত্তগন্ধী গদ্যের উদাহরণ, যেমন— বিশ্বনাথের রচনা থেকে 'যুদ্ধের জন্য চঞ্চল তোমার বিশাল ভুজদণ্ডের দ্বারা কুণ্ডলীকৃত ধনুরটংকারে বৈরীগণের নগর চমকিত হয়েছে।' এখানে 'কুণ্ডলীকৃত-কোদণ্ডদণ্ড' অনুষ্টুপ্ ছন্দের পাদ। 'সমরকণ্ডূয়ণ্' ইত্যাদি অংশে প্রথম দুটি অক্ষররহিত অনুষ্টুপ্ ছন্দেরই পাদ। উৎকলিকাপ্রায় বিশ্বনাথেরই রচনা থেকে উদাহরণ 'অবিশ্রান্তভাবে নিক্ষেপ করা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গনে উপস্থিত শত্রুসৈন্যগণ বিদলিত হচ্ছে। চূর্ণক জাতীয় গদ্যের উদাহরণও বিশ্বনাথ স্বরচিত গদ্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর রচিত 'গুণরত্নসাগর। জগতের একমাত্র নাগর। কামিনীগণের মনোহারী লোকরঞ্জন ইত্যাদি। এখানে দীর্ঘসমাসবদ্ধপদের প্রয়োগ .. থাকায় চূর্ণক শ্রেণীর গদ্যের লক্ষণ সমন্বয় হয়েছে।

কথা ও আখ্যায়িকা ঃ—

কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।। ৩৩২
ক্বচিদত্র ভবেদার্যা ক্বচিদ্ বক্ত্রাপবক্ত্রকে।
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্ত্তনম্।। ৩৩৩

যথা— কাদম্বর্য্যাদিঃ।

আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্।
অস্যমন্যকবীনাং চ বৃত্তং পদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।
কথাশানাং ব্যবচ্ছেদঃ আশ্বাস ইতি বধ্যতে।। ৩৩৪
আর্যাবক্ত্রাপবক্ত্রানাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ।
অন্যাপদেশেনাশ্বাসমুখে ভাব্যর্থ-সূচনম্।। ৩৩৫

যথা— হর্ষচরিতাদি। 'অপি ত্বনিয়মো দৃষ্টস্তত্রাপ্যন্যৈরুদীরণাৎ।' ইতি দণ্ড্যাচার্যবচনাৎ কেচিৎ আখ্যায়িকা নায়কেনৈব নিবদ্ধব্যা ইত্যাহু তদযুক্তম্। আখ্যানাদয়শ্চ কথাখ্যায়িকয়োরেবান্তর্ভাবান্ন পৃথগুক্তা। যদুক্তং দণ্ডিনৈব—অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ। ইতি।

এষামুদাহরণম্ —পঞ্চতন্ত্রাদি।

আদি বা শৃঙ্গাররসাত্মক সরস গদ্যকাব্যকে কথাকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। কথাকাব্যের কোন অংশে আর্যা কোন অংশে বক্ত্র, কোন অংশে অপবক্ত্র ছন্দ ব্যবহৃত হয়।

এই শ্রেণীর গদ্যকাব্যের প্রারম্ভে পদ্যে রচিত শ্লোকনিবন্ধ নমস্কার, খল বা অসজ্জন, দুষ্ট প্রকৃতির লোকের ঘটনা বর্ণনা থাকে। এর উদাহরণ, যেমন— মহাকবি বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী নামক কথাকাব্য প্রভৃতি।

আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য কথাকাব্যের মতোই হয়; এতে কবির নিজ বংশ বর্ণনা বা অন্য কবির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়, এর মাঝে মাঝে পদ্য বা শ্লোকবন্ধ রচনা থাকবে। আখ্যায়িকা কাব্যের পরিচ্ছেদগুলি আশ্বাস নামে অভিহিত হয়। আর্যা, বক্ত্র, অপবক্ত্র ছন্দের যেকোন একটিতে অন্যবিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আশ্বাসের প্রথমেই ভাব্যর্থ সূচিত হবে। আখ্যায়িকার উদাহরণে মহাকবি বাণভট্টেরই হর্ষচরিত কাব্যের নাম উদ্ধৃত হয়েছে।

কারো কারো মতে, আখ্যায়িকার বক্তা হবে নায়ক, কথাকাব্যে নায়ক বক্তা হয় না। কিন্তু আচার্য দণ্ডী কথা ও আখ্যায়িকার মতে কোন ভেদ নেই বলেই মত প্রকাশ করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ দণ্ডীর মতকেই সমর্থন করেছেন।

আখ্যানজাতীয় গদ্যকাব্য কথা ও আখ্যায়িকা শ্রেণীরই লক্ষণাক্রান্ত বলে এদের পৃথক্ আলোচনা করা হলো না। দণ্ডী বলেছেন যে, আখ্যান শ্রেণীর গদ্যকাব্য এদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণ, যেমন - বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি।

গদ্যকাব্যের কতকগুলি অবান্তর ভেদের কথা আছে অগ্নিপুরাণে। সেখানে বলা হয়েছে—

'আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা।।'

অর্থাৎ গদ্যকাব্য আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথানিকা নামে পাঁচভাগে বিভক্ত। এগুলি গদ্যকাব্যের অবান্তর ভেদ। কথা ও আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্যের ভেদটিই উল্লেখনীয়। আলংকারিকদের মধ্যে কথাও আখ্যায়িকার নিয়ে ভেদ বিষয়ে মতান্তর আছে। কাব্যালংকার গ্রন্থে আচার্য ভামহ কথা-আখ্যায়িকার ভেদ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু হবে লোকপ্রসিদ্ধ কোন ঘটনা, নায়ক নিজেই আখ্যান অংশের বক্তা হবেন, ইহা মনোরম পদ্যে রচিত হবে, এর পরিচ্ছেদ বিভাগের নাম হবে উচ্ছ্বাস, বক্ত্র, অপবক্ত্র ছন্দে ভাবী বিষয়ের সূচনা থাকবে আখ্যায়িকার। এখানে কবি-কল্পনার অবকাশ থাকবে, কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ ইত্যাদি বর্ণিত হবে, এতে নায়কের অভ্যুদয় বর্ণিত থাকবে, এর ভাষা হবে সংস্কৃত। অপরপক্ষে কথাকাব্যে বক্ত্র, অপবক্ত্র ছন্দেরচিত শ্লোক থাকবে না, উচ্ছ্বাস বিভাগ থাকবে না, অপভ্রংশ অথবা সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচিত হবে এবং গল্পের বক্তা নায়ক হবে না।

আচার্য দণ্ডীর মতে কথা ও আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্যের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নেই। আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক অথবা অন্য কেহ হতে পারেন। ছন্দোভেদ, পরিচ্ছেদ বিভাগ

ইত্যাদির সাহায্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ সূচিত হয় না, ভাষাভেদও প্রকৃতপক্ষে ভেদের কোন কারণ নয়, কারণ এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণের মতে আখ্যায়িকা কাব্যে গদ্যে কবিবংশ বর্ণনা, কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ, উচ্ছ্বাসবিভাগ চূর্ণক; বক্ত্র, অপবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার, বৃত্তি ও রীতির ব্যবহার প্রভৃতি থাকবে; অপরপক্ষে কথাকাব্যে পদ্যে কবিবংশ প্রশংসা প্রভৃতি থাকবে, পরিচ্ছেদ বা লম্ববিভাগ এবং প্রতিগর্ভে চতুষ্পদী শ্লোকের প্রয়োগ থাকবে।

রুদ্রটের কাব্যালংকার অনুসারে বলা যায় যে, কথাকাব্যে শ্লোকে দেবতা ও গুরুর উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদিত হবে, কবি-বংশ বর্ণনা, কাব্যরচনার প্রেরণা ইত্যাদি থাকবে। কথাকাব্য সংস্কৃতে রচিত হলে গদ্যে রচনা করতে হবে, অন্যভাষায় রচিত হলে কথাকাব্য রচিত হবে শ্লোকবদ্ধ পদ্যে। আখ্যায়িকায় পদ্যে দেবতা ও গুরুর প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন, প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, রাজপ্রশস্তি, গদ্যে কবি-বংশ বর্ণনা, কথাকাব্যের নিয়মে কাহিনী রচনা, উচ্ছ্বাসবিভাগ, পরিচ্ছেদের আদিতে যুগ্মক ব্যবহার, গদ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত পদ্যে বক্ত্র, অপবক্ত্র বা অন্য যেকোন ব্যবহার থাকবে।

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে কথা ও আখ্যায়িকায় মধ্যে রীতিগত কোন ভেদ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে কথাকাব্যে গাঢ়বন্ধের প্রাচুর্য থাকবে। রস ও ঔচিত্যের উপরই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন—

'এতদ্ যথোক্তমৌচিত্যমেব তস্যা নিয়ামকম্।
সর্বত্র গদ্যবন্ধেঽপি ছন্দোনিয়মবর্জিতে।।
রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা।
রচনা বিষয়াপেক্ষং তত্তু কিঞ্চিদ্ বিভেদবৎ।।

পিটার্সনের মতে, ভামহ নির্দ্দিষ্ট কথাকাব্যের লক্ষণ কাদম্বরী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতেই পারে না। কিন্তু মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরীকে অতিদ্বয়ী কথাই বলেছেন। রুদ্রটের লক্ষণ কাদম্বরী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। আচার্য দণ্ডী কিন্তু কথা ও আখ্যায়িকার এই ভেদ সমর্থন করেন না, যে কথা আমরা আগেই বলেছি। কোন একটি বস্তুকে দ্বিধা বিভক্ত করলে সেই বিভাজ্য বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যেমন মূলতঃ কোন ভেদ থাকে না, কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই-এ মূলতঃ কোন ভেদ নেই — ইহা দণ্ডীর সিদ্ধান্ত — 'তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।' আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে আচার্য দণ্ডীর মতকেই সমর্থন করেছেন।

চম্পূকাব্য ঃ— (৫৭)

অথ গদ্যপদ্যময়ানি—

গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে।। ৩৩৫

যথা— দেশরাজচরিতম্।

এখন গদ্যপদ্যময় শ্রব্যকাব্যবিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পূকাব্য বলে। এর উদাহরণ, যথা— দেশরাজচরিতম্।

বিভিন্নসময়ের আলংকারিকেরা চম্পূকাব্যের লক্ষণ সংক্রান্ত একই কথা কখনো হুবহু কখনো ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথের পূর্ববর্তী আলংকারিক দণ্ডী কাব্যাদর্শগ্রন্থে চম্পূকাব্যের একই রকম লক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর মতে— 'গদ্যপদ্যময়ীভাষা চম্পূরিত্যভিধীয়তে।'

বিশ্বসাহিত্যের প্রথমসৃষ্টি পদ্যে। সবই প্রায় ছন্দোবদ্ধ বাক্যে নিবদ্ধ। সাহিত্যসৃষ্টির দ্বিতীয়স্তরে পদ্যের আবির্ভাব। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন ঋদ্বেগ ছন্দোবদ্ধ রচনা। পরবর্তী স্তরে যজুর্বেদে সামান্য গদ্যরচনা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে গদ্যসাহিত্যের একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে পাঠকচিত্তে ছন্দের দোলা দিয়ে একটু বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। খৃস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই রচনা ধারাটি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি বলেই বিদগ্ধজনের ধারণা। কিন্তু বৈদিকযুগে, মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতপুরাণে এই জাতীয় সংমিশ্রিত রচনার একেবারেই অভাব ছিল বলেও মনে হয়। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বা পালি ভাষায় জাতক গ্রন্থাদিতে আখ্যান উপাখ্যান বর্ণনার মাঝে মাঝে উপদেশ মূলক বাক্যগুলি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে, শ্লোকাকারে পদ্যে রচিত হলেও চম্পূকাব্যের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

সাধারণতঃ পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই চম্পূসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। সহৃদয়পাঠক মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করাই চম্পূকাব্যের উদ্দেশ্য। কুসুমপ্রতিমা টীকায় মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেছেন— 'চমৎকৃত্যে পুনাতি সহৃদয়ান্ বিস্মিতীকৃত্য প্রসাদয়তীতি চম্পূঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।

গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণরূপ এই চম্পূকাব্যে গদ্য বা পদ্যের আনুপাতিক পরিমাণের কথা কোন অলংকার গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। গদ্যকাব্যে আখ্যান-উপাখ্যানের মূলবাহন গদ্য কিন্তু চম্পূকাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই বিষয়বস্তুর বাহক দেশরাজচরিত ছাড়াও সিংহাদিত্যের 'নলচম্পূ, সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পূ, ভোজের 'রামায়ণচম্পূ', অনন্তভট্টের 'ভারতচম্পূ', শেষকৃষ্ণের 'পারিজাতহরণচম্পূ', জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ', কবিকর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ চম্পূসাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।